



ନଂ ୧୫ ଡ. 4.00

ରାମାୟଣ



ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
ମୁଦ୍ରକ

সংস্কৃত ভাষার প্রথম মহাকাব্য রামায়ণ প্রকৃত কবিতার সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ।
এই বিবেচনায় এর রচয়িতা, ঋষি বাল্মীকি 'আদিকবি' নামে খ্যাত।

কথিত আছে, ব্যাধির নির্মূল শরাঘাতে নিহত এক শ্রেষ্ঠের সঙ্গিনী
কৌশলীর শোকদেখে বাল্মীকির সমব্যথী হৃদয় থেকে কাব্য নির্গত
হয়েছিল। এ ছিল এক প্রবল অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসিত ধারা, এবং
এই ধারা রচনা করেছিল এক শক্তিমান মহাকাব্যের, যে মহাকাব্য
গত দু'হাজার বৎসর ধরে ভারতের মানবাত্মাকে অনুপ্রানিত করে
এসেছে।

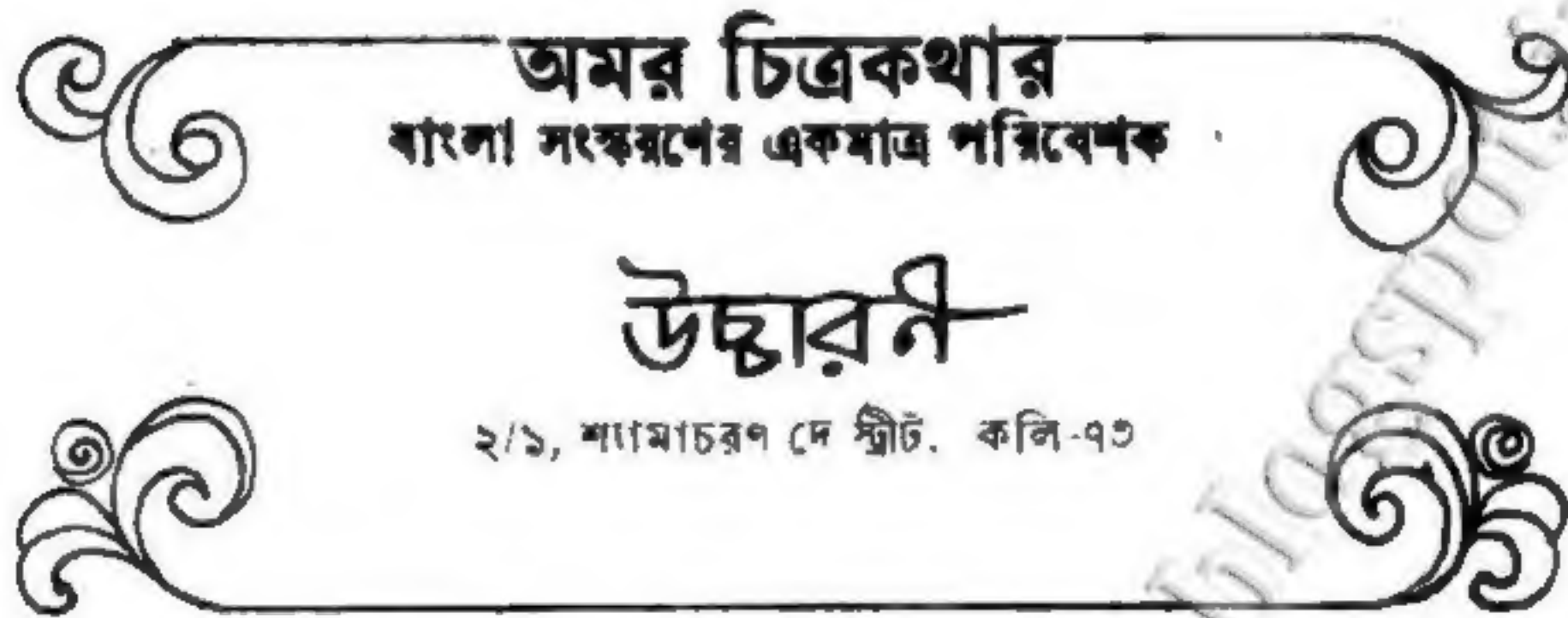
রামায়ণ আমাদের জাতীয় অনুভাবনার সঙ্গে এমনই অঙ্গান্বী ভাবে জড়িত
যে আমাদের আপাত: বিভিন্নতা বিভিন্ন ভাষায় এর অল্প পরিবর্তিত রূপে
প্রতিফলিত হয়েছে। কঙ্গন, তুলসীদাস, তুঙ্গন অথবা কুন্তিবাস—সবাই
কার রচনাই একই কাহিনীর রূপান্তর।

এই উদ্ভাসিত কাহিনী পুরুষ ও স্ত্রীসম্ভার আদর্শ রূপ, রাম ও সীতার
চরিত্রে রূপায়িত হয়েছে। রামের জীবন সাথায় সৈশ্বর যে পুরুষোত্তমের
মধ্যে আত্মবিকাশ করেন, এই ভাব প্রণোদিত হয়েছে। এই হচ্ছে
রামায়ণ কথা।

বর্তমান কাহিনী তুলসীদাস কৃত রামচরিতমানস থেকে গৃহীত।

অনুবাদ/ প্রেমেন্দ্র মিত্র

বর্ণালিপি/ সৌরীন রায়/ মলয়শঙ্কর



© IBH Publishers Pvt. Ltd., Bombay 400 026.
All rights reserved.

Published by H.C. Mirchandani for IBH Publishers Pvt. Ltd., 22, Bhulabhai
Desai Road, Bombay 400 026 and printed by him at H. K. Printers,
120, Shivshakti Industrial Estate, Mathuradas Vissanji Road,
Andheri (East), Bombay-400 059

Editor: Anant Pai

Artwork: Pratap Mulick

রামায়ণ



অঙ্গু নদীর তীরে অযোধ্যা নগরী। অনেক আগে
রাজা দশরথ সেখানে রাজত্ব করতেন।
তার চারটি ছেলে ছিল—
রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন।



দেখো দেখো
লক্ষ্য! তীরটা
সেই পাথরে
গিয়ে গেছে।

তাতে আশ্চর্য
হবার কি আছে
ভরত? রাম তো
বলেইছিলেন ওটা
তীর মারবেন!

রামের মা ছিলেন বানী কৈশল্যা, ভরতের মা বানী কৈকেয়ী আর লক্ষ্মণ ও শত্রু-
ছিলেন বানী সুমিয়ার দুই ছেলে। তাঁদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ছিল কিন্তু গভীর।



এই রাক্ষসেরা
আমার সঙ্গে
বিদ্রোহ করেছে। রামই
সবুজ আমায় আশ্রয়
করতে
পারেন।

রামের বীণাবাদ্যের আতি তখন বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে। অসি বিশ্বাসিযের
সে কথা মনে পড়ল।

রাজা দশরথের অমুখতি নিয়ে তাই বামলক্ষ্মণকে বনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে, একদিন—

রাজা, শুই
দেখো তড়কা
রাক্ষসী
আসছে!



তড়কা রাক্ষসীর সঙ্গে বামের ভীষণ
যুদ্ধ হয়।



অবশেষে—



রাক্ষসীরা আরো বহুবার আক্রমণ করলে, কিন্তু বামলক্ষ্মণের তীব্র
অধ্যয়ন।







ଏ ଭାନନି અશ્વાદ ભેદે રાજા દશરથ વિદાટે ભોળાયામા કાલ
 અયોધ્યા થેકે ઢિથિના રહના. શભન.....



... જોધાને રાક્ષસ કામે ક્રીતાય વિદાર શન.







এই নিষ্ঠুর কথা শুনে রাজা দশরথ
মাটিতে পড়ে গেলেন।

রামের প্রতি কি করে এত
নিষ্ঠুর হলে- ও কথা
ভাঙা, কতো অস্বাভাবিক!



রাম এখন এ কথা শুনেছেন—

আমি পিতার
সত্য বন্ধা
করব
মা!



সীতা আর লক্ষ্মণ রামের সঙ্গে বনবাসে যাবার জন্যে জেদ ঝগড়েন।
অযোধ্যাবাসীরাও তাঁদের সঙ্গে নিন্দা।

মন্ত্রী কুশাই,
আপনি এদের বুঝিয়ে
শুঝিয়ে ফেরাতে পারেন
না?

আমরা অবাই তোমাদের
সঙ্গে যাব।



অস্বাভাবিক হলে তারা বিস্ময় করত থাকেন।

পরের দিন
ভোরে—

জেগে উঠলে ওরা আমাদের
সঙ্গে যেতে চাইবে।
তার আগেই চলে যাই চলে।



গঙ্গা নদীর তীরে রাম লক্ষ্মণ আর সীতা
মন্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

দেব! আমাদের পথ এখন
থেকে আলাদা। আমরা এ
নদীর পার হয়ে দক্ষিণে যাব
আপনি অযোধ্যায়
ফিরে যান।

অযোধ্যায় ফিরে মন্ত্রী মহারাজ
দশরথের কাছে
উপস্থিত হলেন।

হায়!
হায় রাম!

রামের কথা ভাবতে ভাবতেই দশরথ মারা গেলেন।

মামার বাড়ি থেকে ফিরে ভরত সোজা
মায় কাছ গেলেন—

কি হয়েছে মা?
অব
এমন নিঃশব্দ
কেন?

সবই তাল খবরভরত,
অন্ততঃ তোমার পক্ষে!
এখন তুমি রাজা হবে।
তোমার বাবা মারা গেছেন
আর রাম
চোদ্দ বছরের জন্যে
বনবাসে গেছে।

সম্রাট বিবরন স্থান অধিকৃত
হলেন ওরত। রাজ পুরোহিত
বশিষ্ঠ তাকে সাক্ষ্য দেবার
চেষ্টা করলেন।

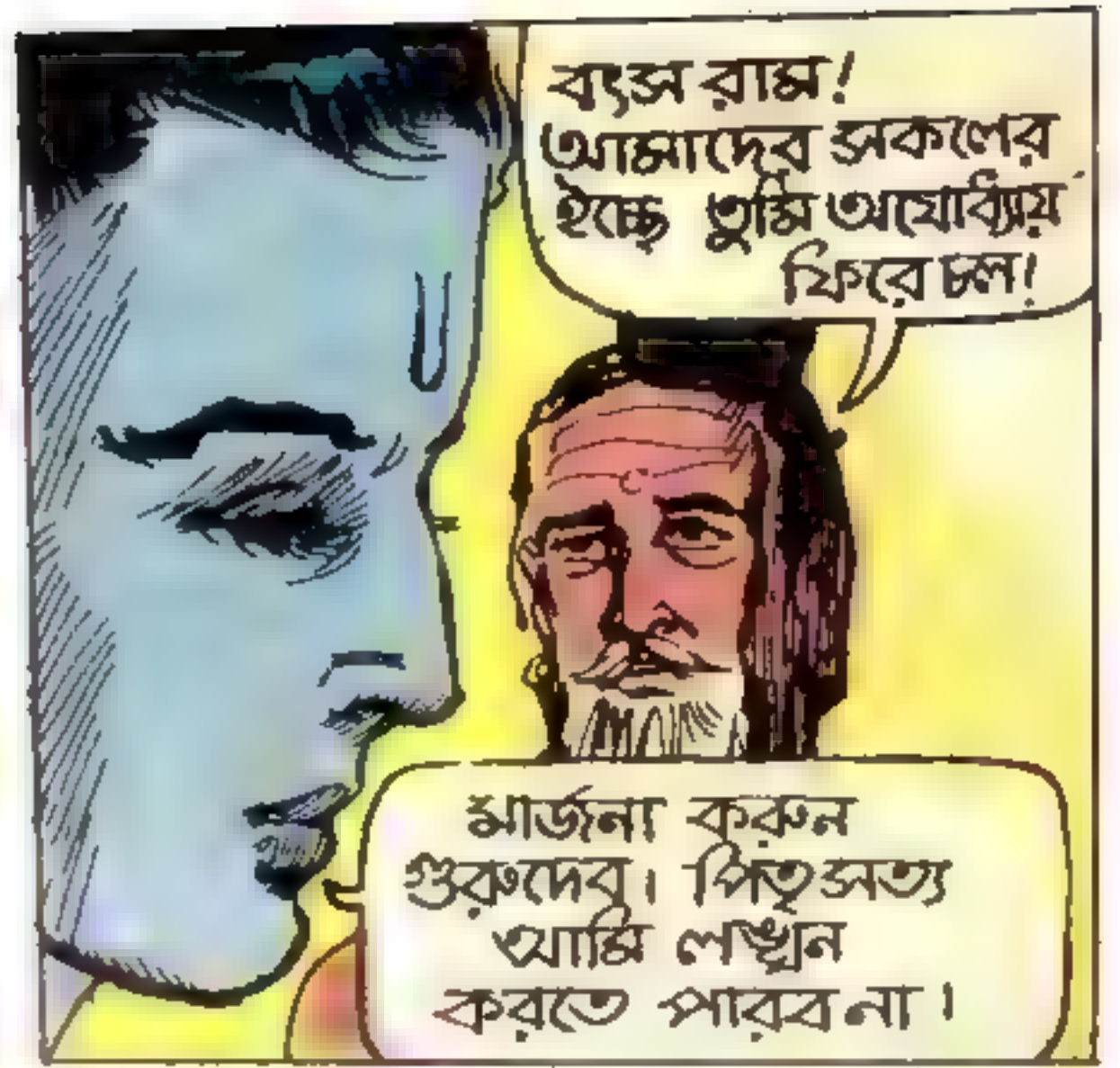
রাজ্য আমি চাই
না। আমি
এখনি রাজ্যের
কাছে যাব।

তোমার শোক অংকুরন কর ওরত।
রাজ কায়ে মন দাও।
তাই তোমার কর্তব্য!

ওখন রাজ লক্ষ্মন সীতা চিম্বুটে রাজ করছেন।

ওরত আমাদের
বিকল্পে অন্য সম্রাট নিয়ে
আসছে, আমি.....

অমন গুট করে
যা তা ভেবনা।
ওদের আসতে
দাও !













সীতার খোঁজে যখন রাম এলেন—

সীতাকে উদ্ধার করতে আমি
পারিনি। রাক্ষস তাকে
দক্ষিণে নিয়ে গিয়েছে।



বেচারা জটায়ু!
আমার জন্যে ও
প্রাণ দিল!

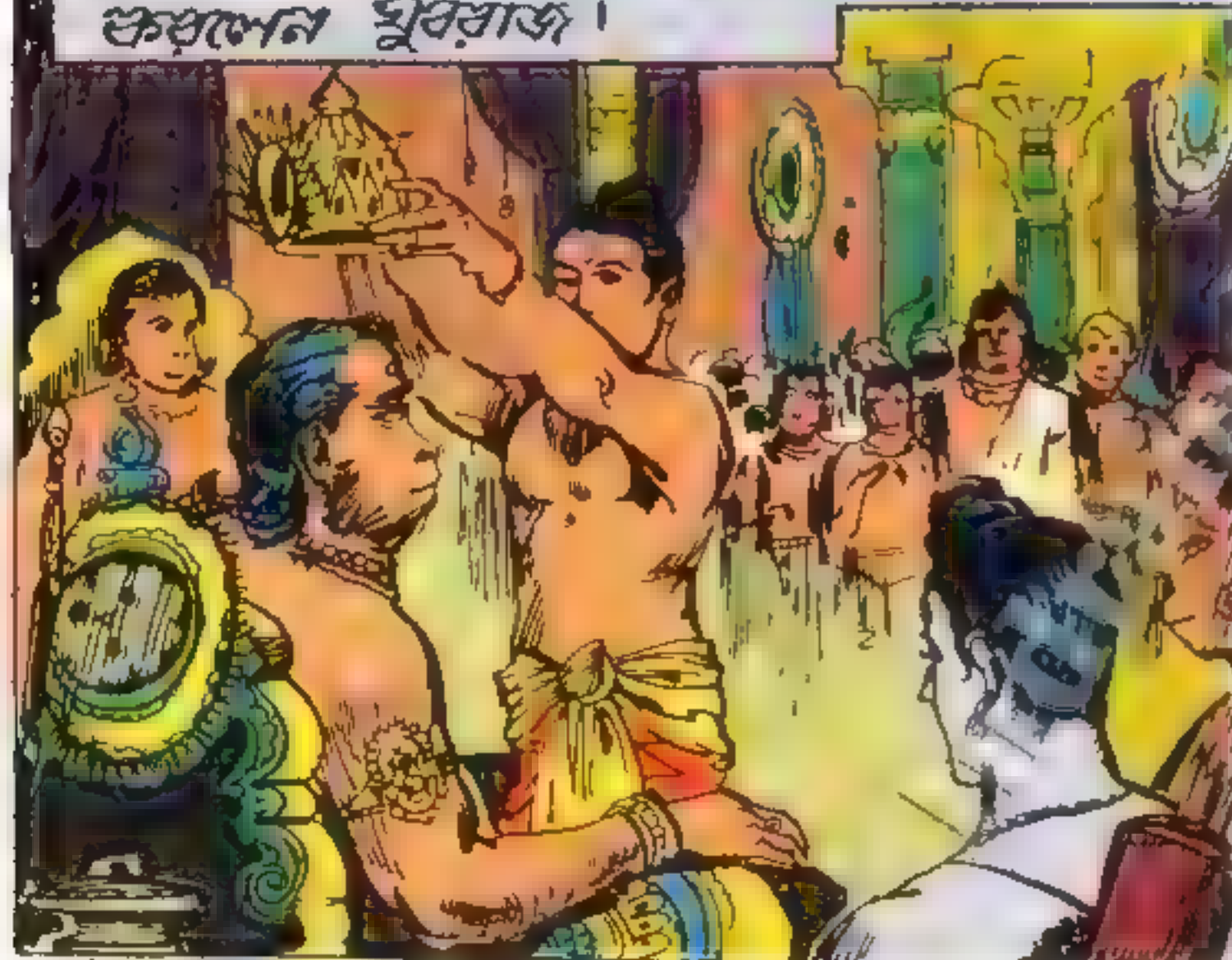


যেহেতু দক্ষিণে যাবার পর বানর-সৈন্য বানীর তাই সুগ্ৰীব আর তার মন্ত্রী
হনুমানের সঙ্গে রামের দেখা হল।



আমিও বড় দুঃখী, রাম। বানীর ভয়ে
আমি জঙ্গলে পুকিয়ে থাকি। বানীর
বিকল্পে আমায় সাহায্য করলে
আমিও আপনাকে
সাহায্য করব।

বানীকে মোরে রাম সুগ্ৰীবকে সিংহাসনে
বসালেন। বানীর ছেলে অঙ্গদকে
করালেন সুবরাজ।



পরে—

এবার সীতার
সন্ধানে
যাও হনুমান।

এই আশীর্বাদ
সঙ্গে নাও
হনুমান। সীতাকে
খুঁজে পোলে তিনি
এটা দোহে চিনতে
পারবেন।



দিনের পর দিন অস্ত্রের পর অস্ত্র ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতাজ অস্ত্রের অস্ত্র
সানার আর ওলুক গাহিনী অস্ত্রের দক্ষিণ অস্ত্র তীরে পৌঁছল।



হুম্মান অকস্মে লাফ
দিল।

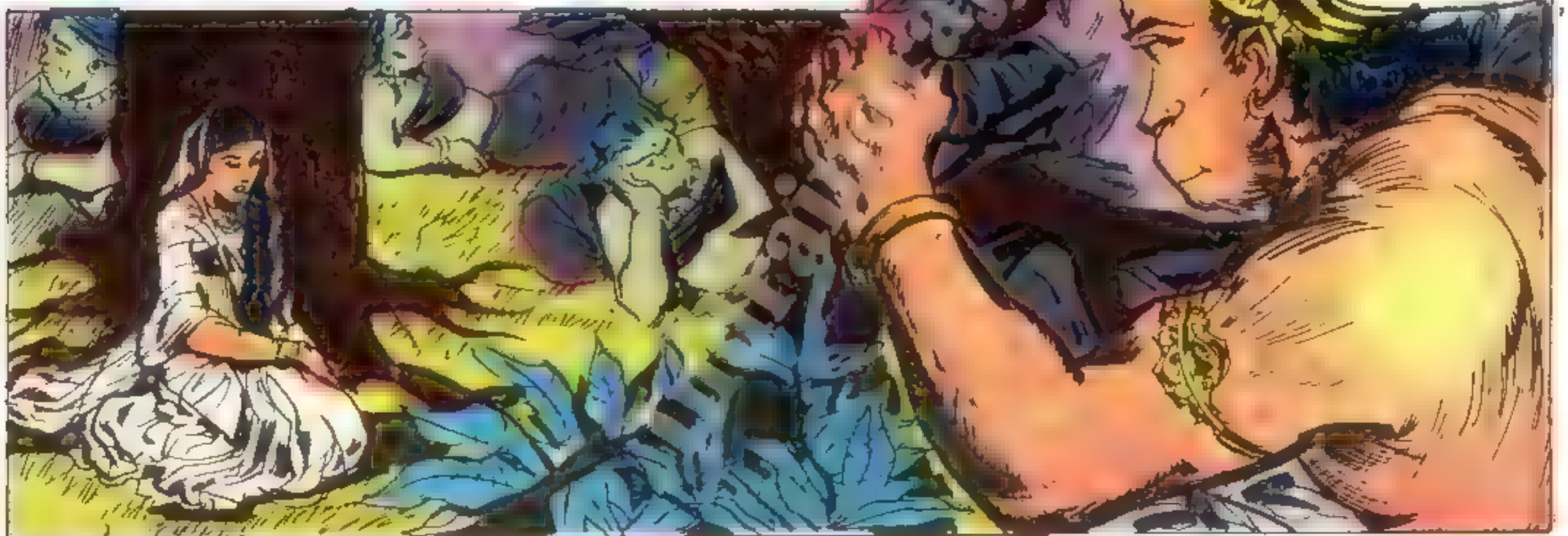


লক্ষ্য—



অস্ত্রের
এক ওলুক—

ওই
উনিই নিশ্চয়
সীতা দেবী!



হুম্মান গাছের
আংটিটা ফেলে
দিলে।

রাম বিহনে আমি বাঁচতে
চাই না। আমি বরং
আত্মহত্যা করব...
রামের আংটি!
কোথা থেকে এসে!

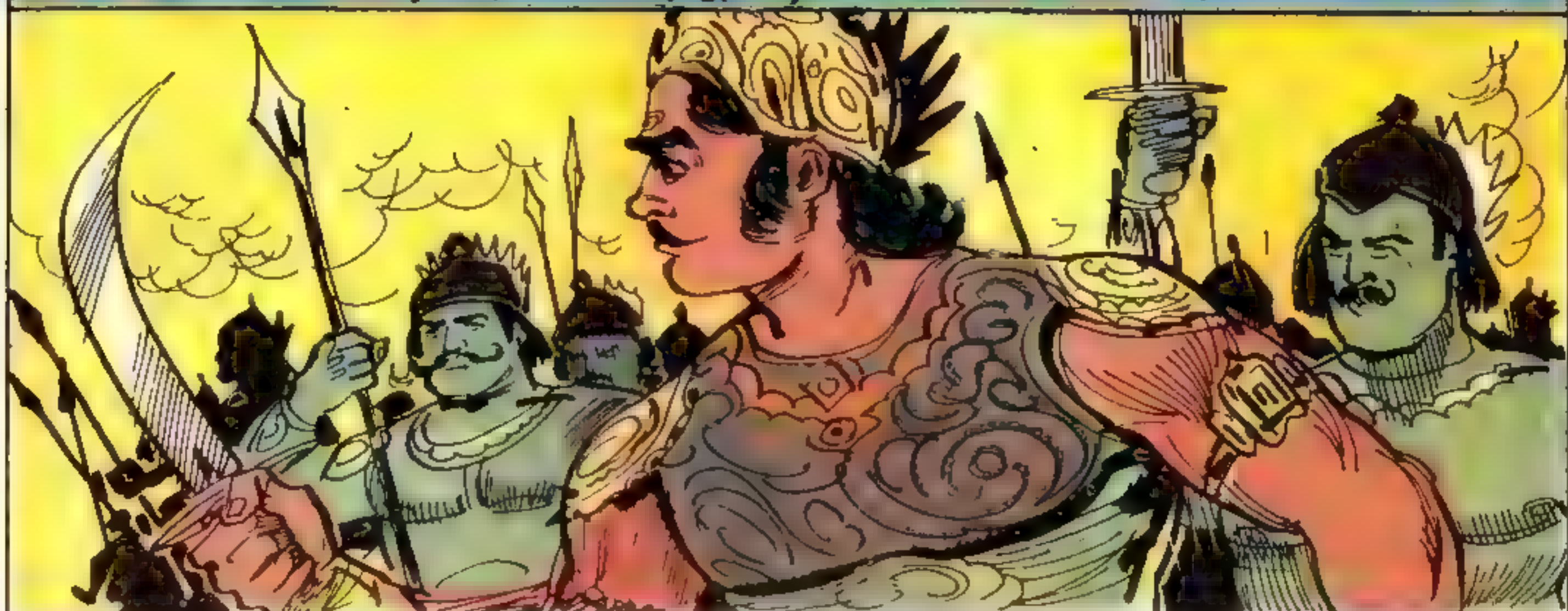
আংটিটা আমিই এনেছি।
আপনি এখানে আছেন
শ্রীরামকে গিয়ে আমি
জানায। তিনি
অবশ্যই সঙ্গে রামকে
বধ করবেন।

হুম্মান গাছ
থেকে নেহো
দাঁড়াল

কিন্তু যাবার আগে
এই রাক্ষসগুলোকে
একটু শিথল
দিয়ে যাই।

ওই সেই বানরটা।
ধরো, ওকে ধরো!

রাজ্যের অর্ধ হনুমান রাজ্যদের বিধি মার দিয়েছে। রাজ্য তাই অনেক
লোকজন দিয়ে তাঁর ছেলে অর্ধ কুমারকে পাঠানেন।



রাজ্যের রাজ্যসভায়—

মৈদ্যনাদ, দুই এবার গিয়ে
বানরটাকে এখানে ধরে
নিয়ে এসে।

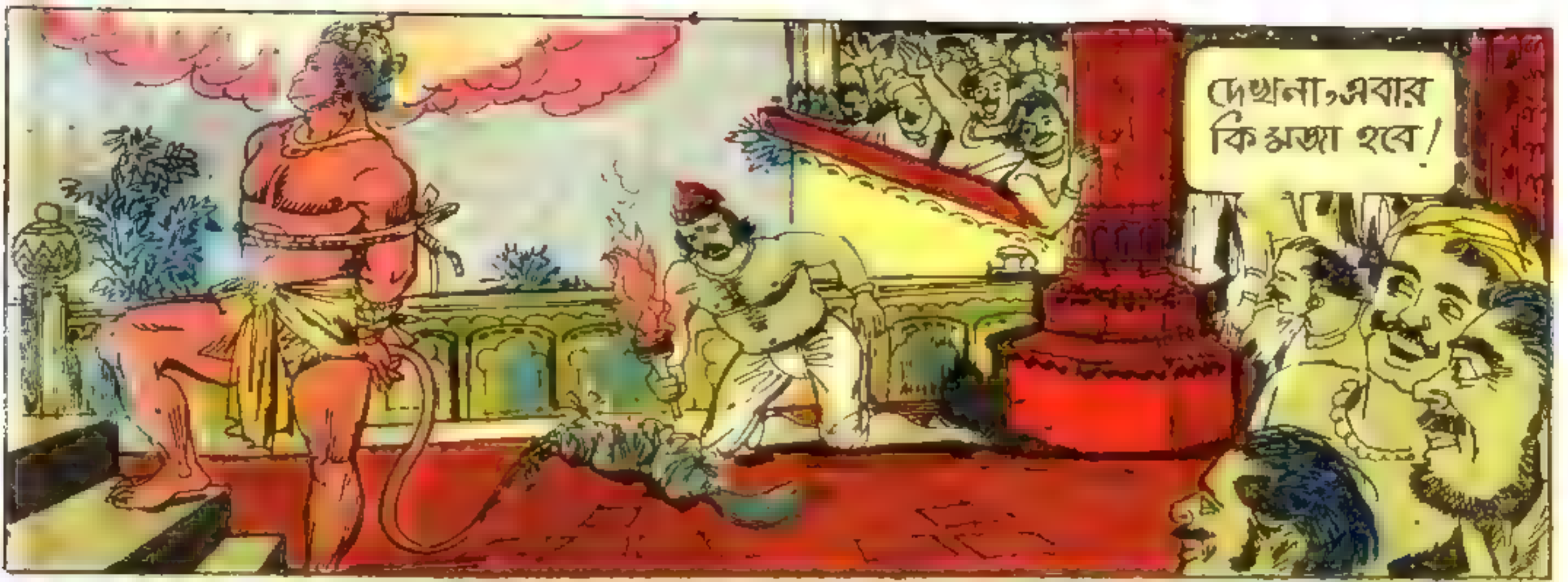
বানরটা
রাজপুত্র
অর্ধ
কুমারকে
মেরে
ফেলেছে।



মৈদ্যনাদ হনুমানকে ধরে
রাজ্যসভায় আনলেন।

এই দুই বানরটার
লোকে আগুন ছাঙ।





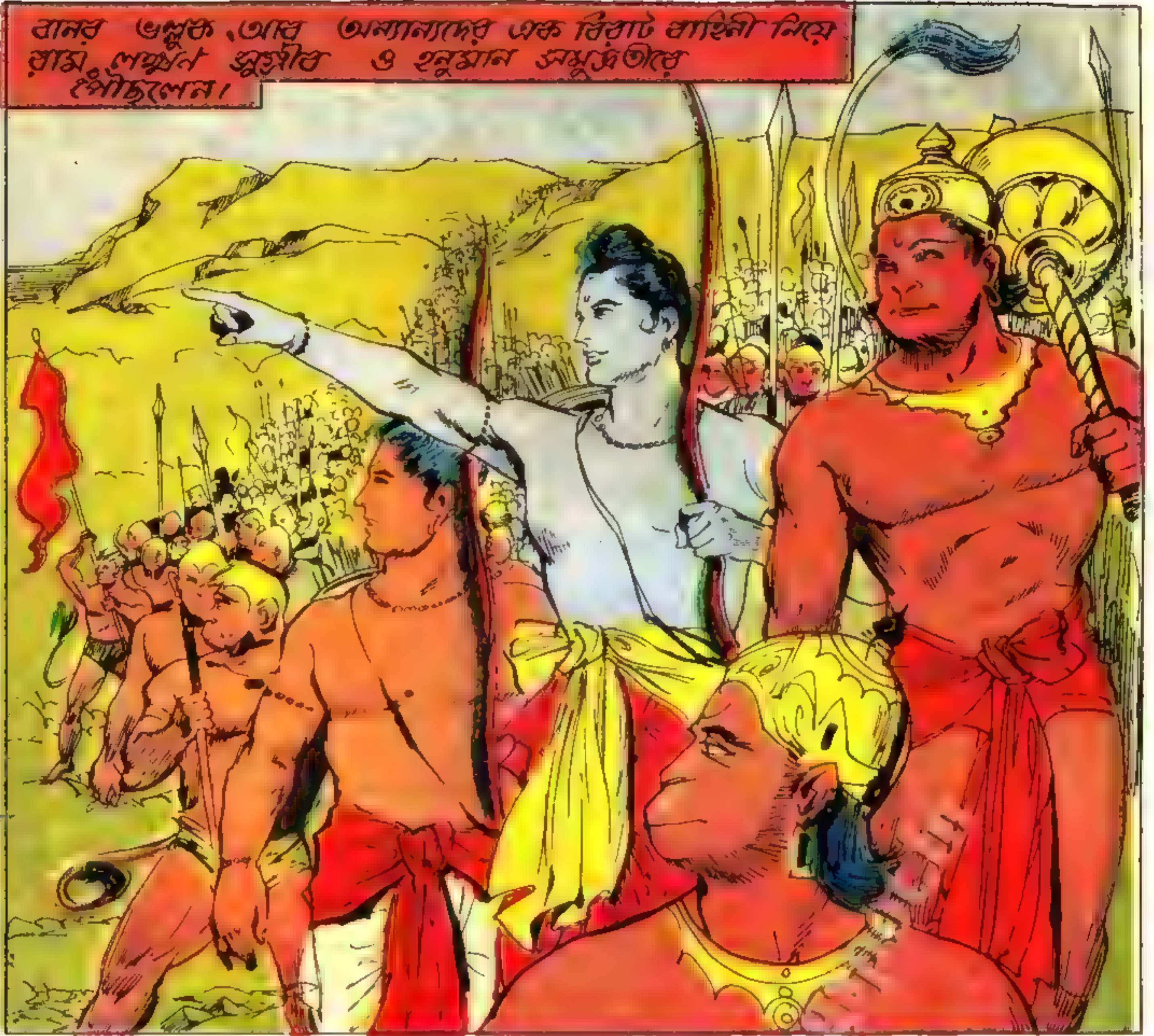
হুম্মান তার অস্ত্র ঝাঁকি চিলে করে দিয়ে লেজটা বাড়তে বাড়তে প্রকাণ্ড করে ফেলে। তারপর সেই জ্বলন্ত লোভে সমস্ত লক্ষ্মায় আগুন ঝেঁপিয়ে দিলে।



লক্ষ্মা জ্বালিয়ে দিয়ে হুম্মান রান্নের শিবিরে ফিরে গেল।



বানর ও মানুষ, আর অন্যান্যদের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে
রাম, লক্ষ্মণ সুগ্ৰীব ও হনুমান সমুদ্রতীরে
সাঁচলেন।



এ সংবাদ প্রচলিত হলে, সৈন্য
ভাঙে বিভীষন প্রাণকে
সুপরামম দিলেন।

অন্যের স্রীকে
হরণ করা অন্যায়
ও অধর্ম।



বিভীষন, প্রাণ থেকে
দূর হও! তোমার সুবুদ্ধি
ওই ভিখারী প্রাণকে
শোনাও গিয়ে!



মহানুভব রাম বিদ্বানকে আশ্রয় দিলেন।

শত্রুর ভাই
আমাদের শিবিরে!
ব্যাপারটা আমার
ভাল লাগছে
না!

উনি আশ্রয়
চাইছেন সুগ্ৰীব।
আমি ওকে
ফেরাতে পারিনা।



অমৃত পান করার এক জেতু তৈরি হল।

চলো লক্ষা

চলো লক্ষা

চলো লক্ষা



দু'পক্ষের সৈন্যদল তখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

শোনো অশ্বত্থ, যুদ্ধের আদেশদেওয়ার
আজো রাবণের কাছে একটা বার্তা
নিয়ে যাও।



যুবরাজ অক্ষয় রাবণের
বাকসভায় এলেন।

অসম্মানে সীতাদেবীকে
ফিরিয়ে দিন। প্রভু শ্রীরাম
আপনার সঙ্গে সন্ধি
করবেন।

রামকে বোলা যে আমি সীতাকে ফিরিয়ে
দেবনা। আমরা যুদ্ধ চাই।

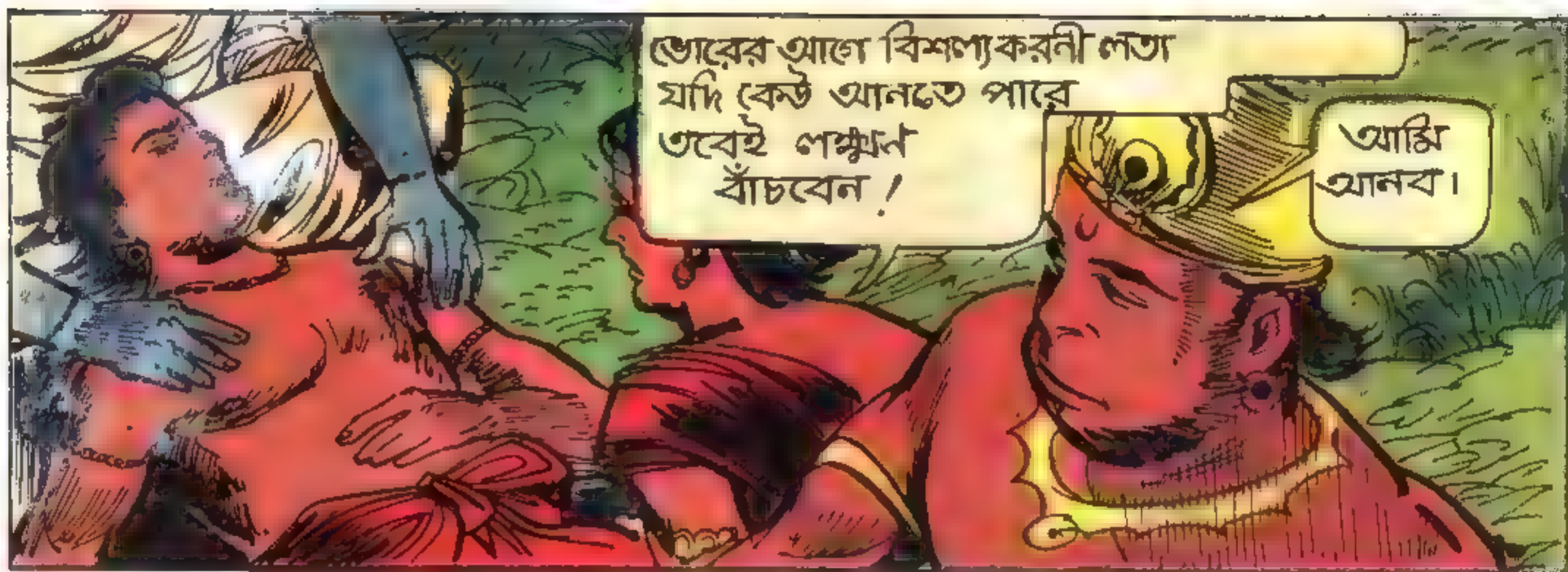
অক্ষয় ফিরে এলে যুদ্ধ
আরম্ভ হল।

রাবণের
ছেলে
মোহনাদের এক
টারে তার
লক্ষ্মণ
মারাত্মক
আঘাত
পেলেন।

শত্রু যদি বৈদ্য
দ্রুতকে এখানে আনা
যেত!

আমি তাঁকে
আনব।

হুমায়ন চাউস্তান সুলতানকে
জয়ে নিয়ে এল।



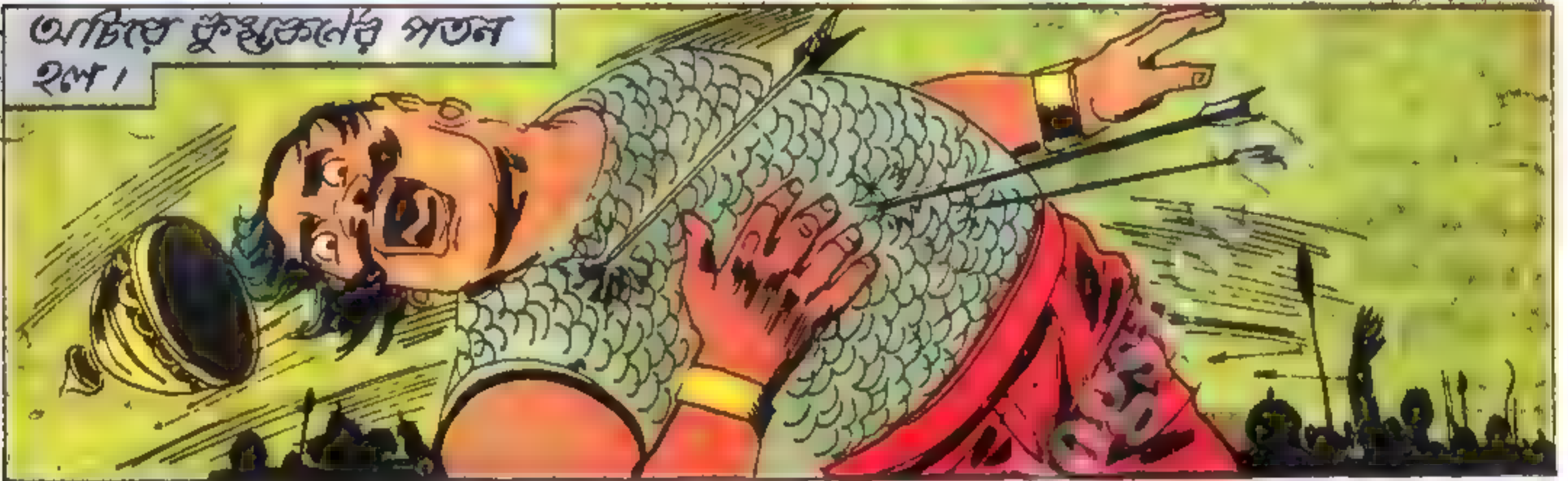
এবার রাবলের ওই কুঙ্কল' বানধায়ে
ছাড়খাচ করতে
লাগলেন।



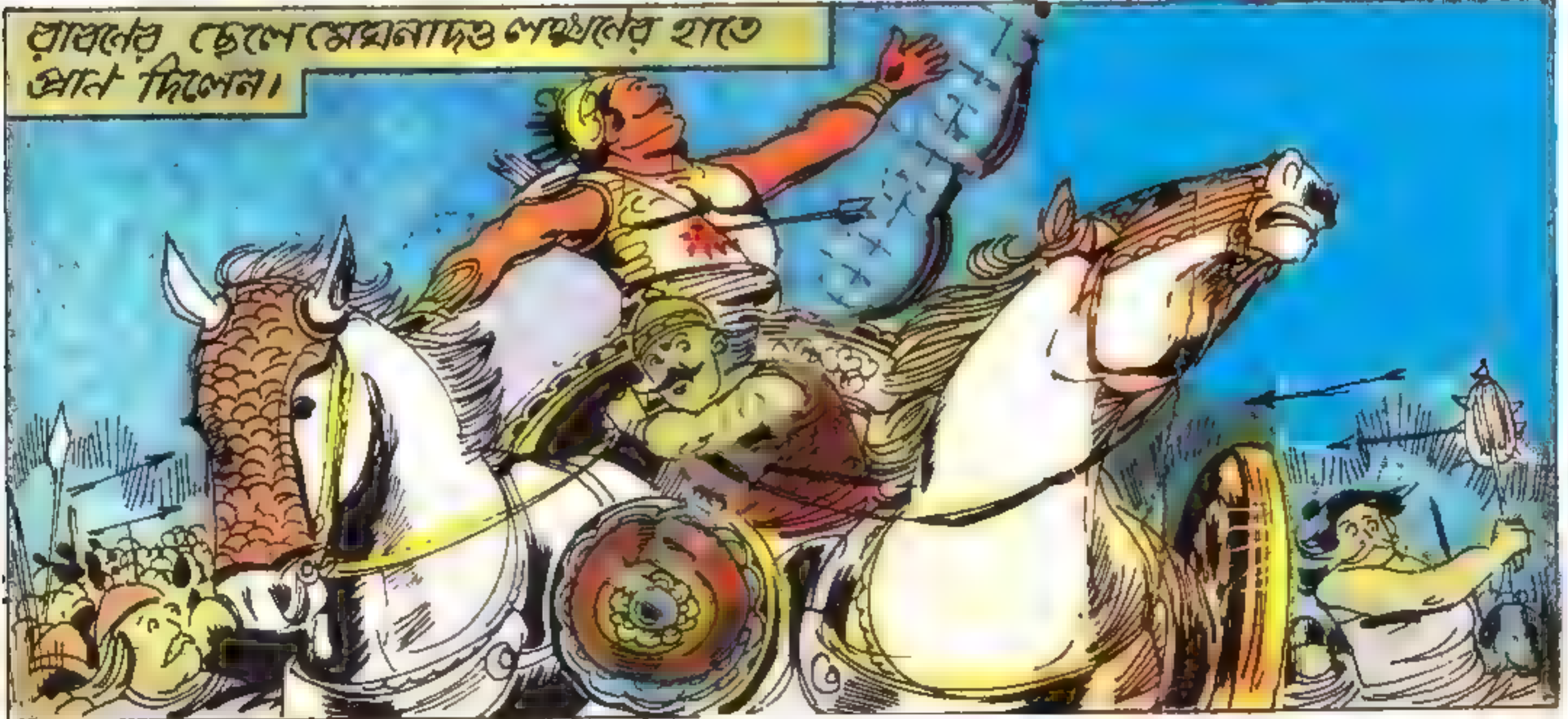
কিন্তু রাম আরো
অনেক শক্তিম্যান।



অচিরে কুঙ্কলের পতন
হল।



রাবলের ছেলে মেঘনাদও লঙ্খলের হাতে
প্রাণ দিলেন।



ସାହସିକତା ଏହାର ଆତ୍ମାରେ ଲାଗିଲା ।



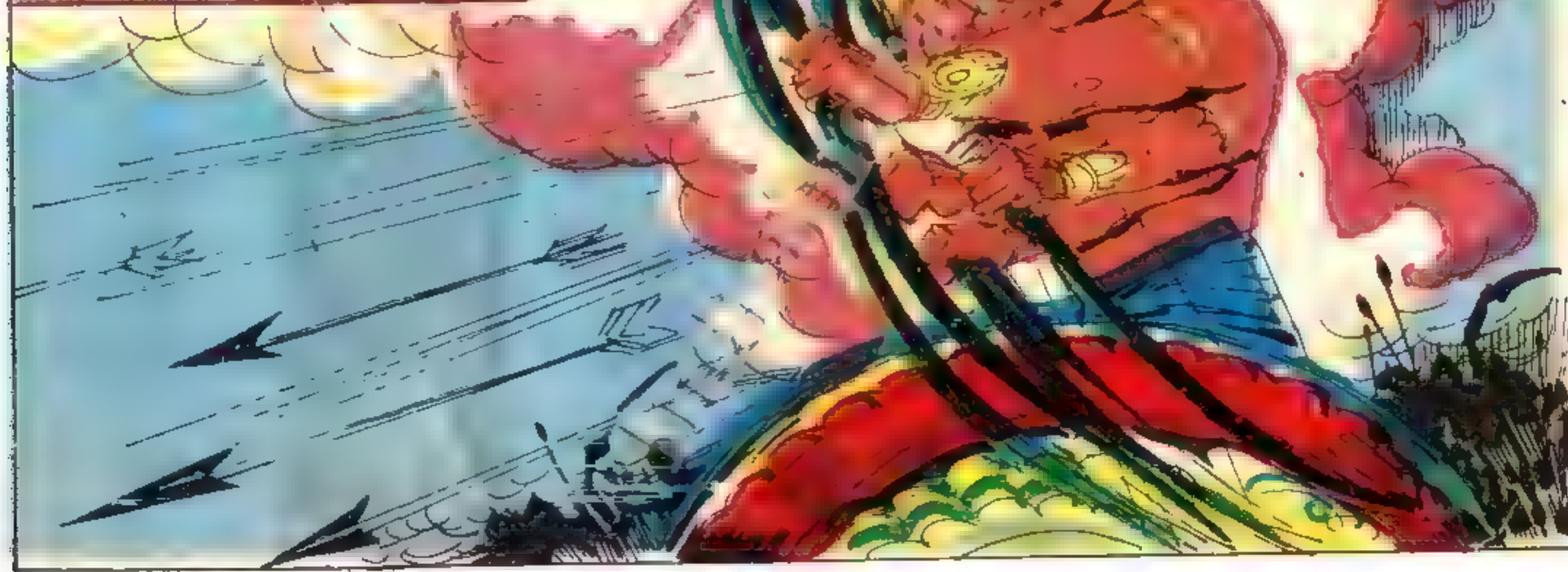
ସାହସିକତା ସିଦ୍ଧି-
ପ୍ରାପ୍ତି



ସାହସିକତା ଏହାର ମନ କଲେ ସାହସିକତା ଦର୍ଶନ
ସୁଖ କରୁଥାନ୍ତା ।



କୃତ୍ତି ଶାଳ ତିନି ସାହସିକତାରେ ଉନ୍ନତ
ଅସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତିନି ଉନ୍ନତ କରାତ
ଲାଗାଲାନ ।





পুত্রহতা লক্ষ্মণ!
তোমায় বাঁচতে
দেবনা!

রাম ও রাক্ষসে
এবার যুদ্ধোদ্ভূতি জায়া হ'ল
দেবরাজ ইন্দ্র রামকে এক
রথ পাঠিয়ে দিলেন।



রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করে তুমি বাঁচবেনা
বক্ষা পাবেনা ওই ধীর করা
রথ দিয়ে!

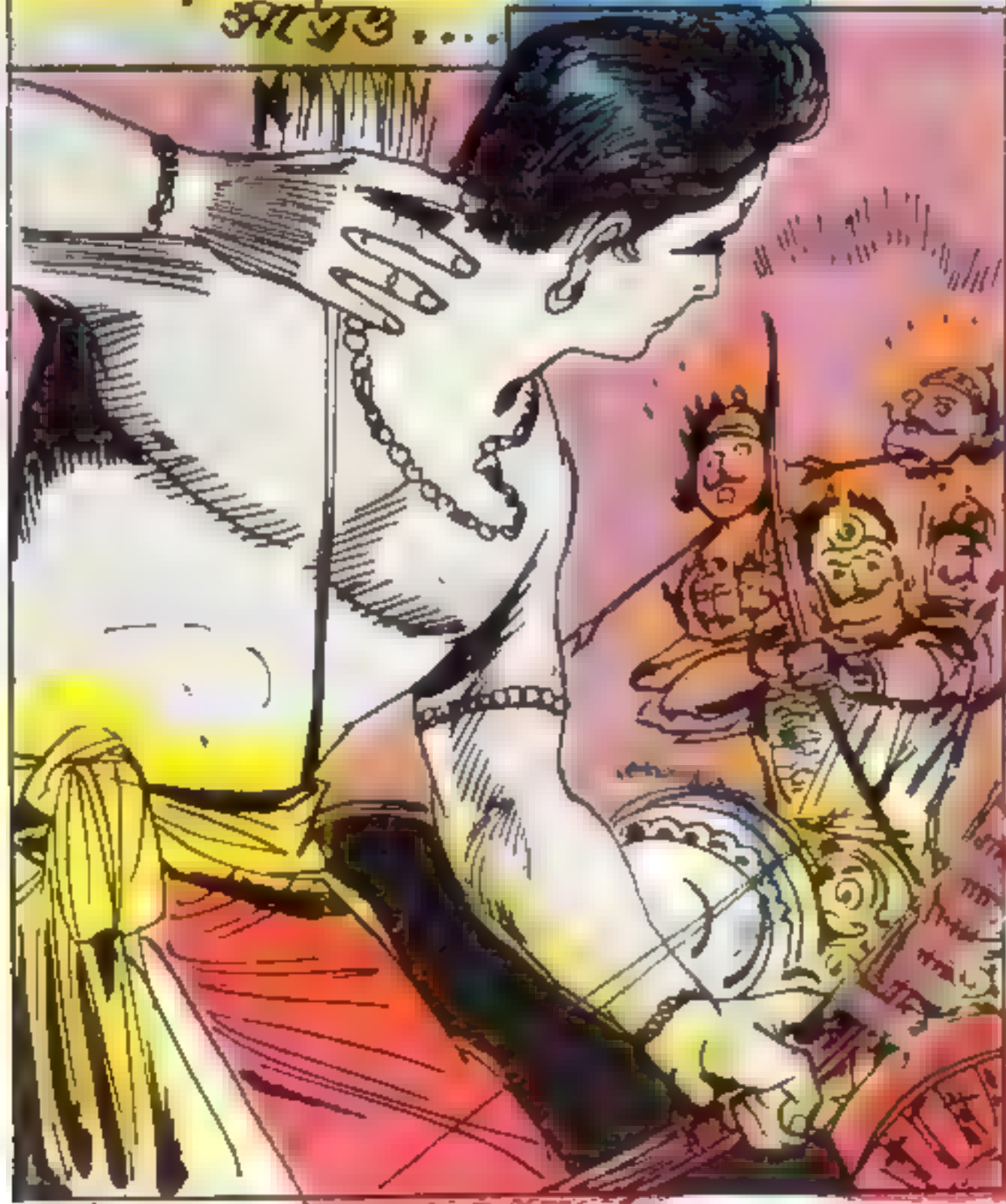
আলৌকিক ক্রমতায় রাক্ষস তাঁর মতো বৃহৎ রাক্ষস জাদু করলেন!



সানসেজেনারা তখন আওড়ের দিয়ারা,
একা হুজুরে নির্ভয়ে
সুখের লোকাল।

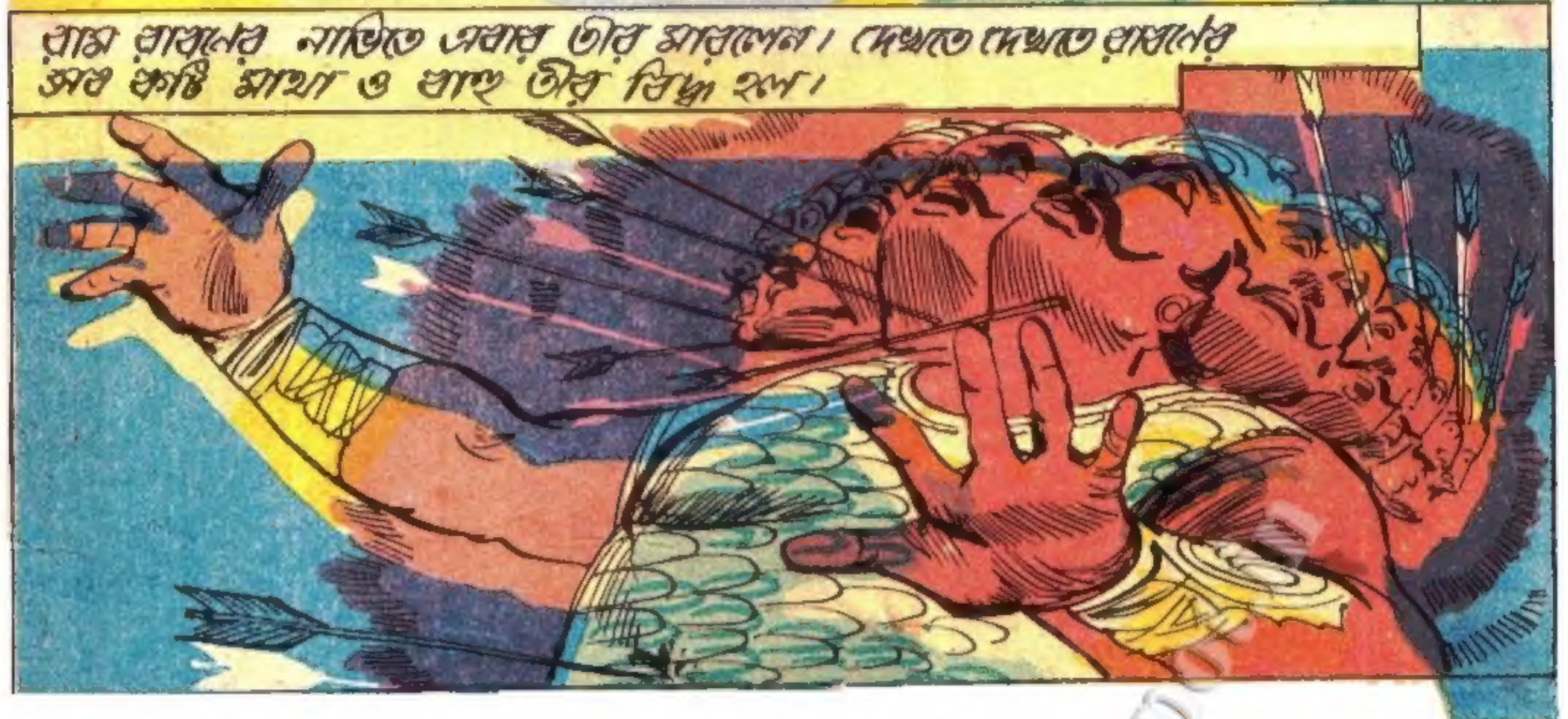


ସାଧନକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଶୁଭ। ସାଧନା
ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାହା ସାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସାଧନା
ଆରମ୍ଭ ହେଉ....



একটা মাথা কাটা হলে সেখানে
আর একটা মাথা গলিত উঠতে লাগলে +





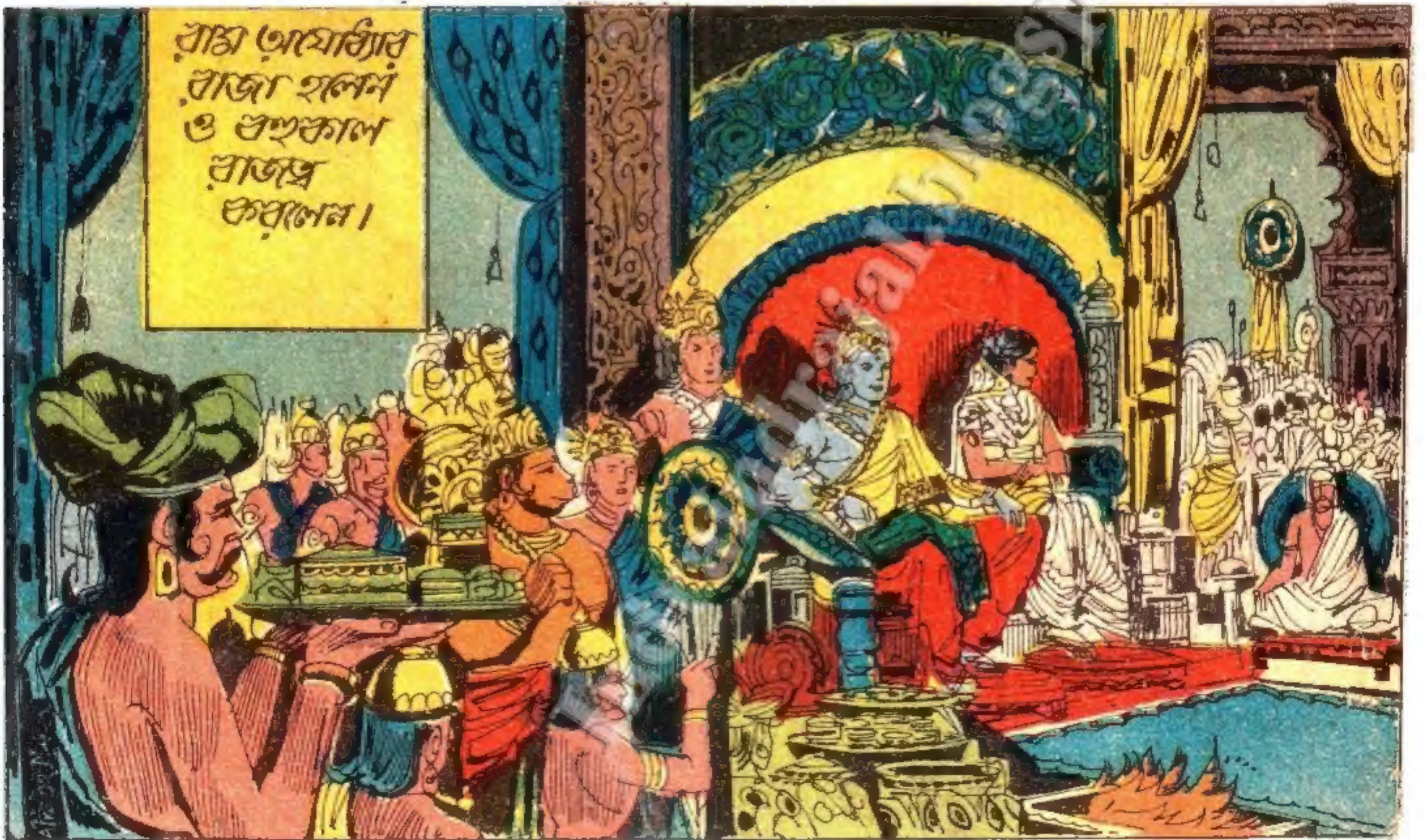
বিভাষনের অভিষেকের পর
রাজা সকলকে নিয়ে পুষ্ক
রাথ অযোধ্যা যাত্রা
করলেন।



প্রিয়তমাসীতা,
তোমার
দুঃখের দিন
এবার
শেষ!



রাজা অযোধ্যার
রাজা হলেন
ও শুকাল
রাজ্য
করলেন।





তোমাদের মনের মতো রঙীন বই অমর চিত্রকথা



প্রকাশিত তালিকা

লবকুশ
মহীরাবণ
পরশুরাম
নলদময়ন্তী
মীরাবাই
ভীষ্ম
গীতা
লঙ্কার রাজা রাবণ
ভীম ও হনুমান
ইন্দ্র ও শিবি
গান্ধারী
সাবিত্রী
কর্ণ
ইরিশচন্দ্র
বালী
কুম্ভকর্ণ
দুর্গা
ঘটোৎকচ
আরুণি ও উতঙ্ক
মহাভারত
সূর্য
গঙ্গা
নচিকেতা
ধ্রুব অষ্টবক্র
গণেশ
রামায়ণ
প্রহ্লাদ
কৃষ্ণের গল্প

পুরাণ

জীবনী

ইতিহাস

কিংবদন্তী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সূর্যদাস
জয়দেব
কবীর
তানসেন
রামশাস্ত্রী
জয়প্রকাশ
বাবাসাহেব আম্বেদকার
লোকমান্য তিলক
বুদ্ধ
বিদ্যাসাগর
মহাকবি কালিদাস
বাঘাযতীন
সুভাষচন্দ্র বোস
বিবেকানন্দ

বিক্রমাদিত্য
রসিক বীরবল
অশোক
কাসির রাণী
টিপু সুলতান
শিবাজী
বালাদিত্য ও যশোধর্মণ
জাহাঙ্গীর
শিবাজী
রাণাপ্রতাপ
চাণক্য
বুদ্ধিমান বীরবল
তানাজী

শকুন্তলা
কপালকুণ্ডলা
রাজসিংহ
কাদম্বরী
স্বর্গীয় কণ্ঠহার
অঙ্গুলিমালা
বাঘ ও কাঠঠোকরা
ধাত্রীপান্না ও হাদিরানী
আত্মখালী ও উপগুপ্ত
শ্রীদত্ত
চন্দ্রললাট
রত্নাবলী
পঞ্চতন্ত্র
আনন্দমঠ
দেবীচৌধুরানী
সাতরঙা রাজপুত্র
হিতোপদেশ
জাতকের গল্প



প্রতিখণ্ড ৩.০০ টাকা মাত্র
প্রকাশিতব্য:

শিবের গল্প
ভানুমতী পদ্মিনী

বাংলা সংস্করণের একমাত্র পরিবেশক:
উচ্চারণ ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

NOW!

Listen

to stories from
AMAR CHITRA KATHA
on
AMARNĀD
PRE-RECORDED CASSETTES



Now you can listen to your favourite Amar Chitra Katha on cassette. Exciting and inspiring stories from History, Mythology and Folklore dramatically recaptured with dialogue and music. 7 Amar Chitra Katha cassettes (four in English, three in Hindi) now available at leading music shops. 60 minutes of listening pleasure on each cassette. Buy it for yourself or give it as a gift to someone you love.

Rs.40 per cassette (post paid)
Over 350 Amarnad programmes
now available.

Mail this coupon along with your M.O./Draft to:
INDIA BOOK HOUSE PVT. LTD.
12-H, Dalamal Park, 223 Cuffe Parade, Bombay-400005

ENGLISH

- ☐ Krishna I & II
Sudama, Dhruva
- ☐ Seven tales of
Panchtantra
- ☐ Seven tales of Birbal
- ☐ Nine tales of Birbal

HINDI

- ☐ Krishna, Sudama
Luvkush, Dhruva
- ☐ Sati aur Shiva
Ram ke Purvaj
Dasharatha, Prahlad
- ☐ Panchatantra

Please send me Amar Chitra Katha cassette(s) ticked ☒
at Rs. 40 per cassette (post paid)

My M.O./Draft for Rs. ___ for ___ cassette(s) is enclosed

Name _____

Address _____